MAY 15 2002

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফলো আপ

দুই ছাত্রনেতা হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে : জোড়াখুনের ঘটনায় গ্রেফতার হয়নি : ভ্যানচালক হালিম হত্যার কারণ ফেনসিডিল

যুগান্তর রিপোর্ট

ছাত্রলীগ নেতা সিদ্ধার্থ ও ছাত্রদল নেতা পিন্টু হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে সূত্রাপুরে জোড়াখুনের মামলায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। তবে সোমবার রাতে তেজগাঁওয়ে গুলিতে ভ্যানচালক হালিম নিহত হওয়ার ঘটনার

ছাত্রনেতা : হত্যা মামলায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নেপথ্যে রয়েছে ফেনসিডিল ব্যবসা।

দু'ছাত্রনেতা হত্যা মামলা

ছাত্রলীগ নেতা সিদ্ধার্থ কুমার সরকার ও ছাত্রদল নেতা পিন্টু হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতারকৃতরা রিমান্ডেও মুখ খুলছে না। তবে পুলিশ দাবি করছে সিদ্ধার্থ হত্যার নেপথ্য কারণ তারা জানতে পেরেছে।

জানা গেছে, সিদ্ধার্থ বর্তমান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মাজহার গ্রুপের সদস্য। অন্যদিকে সাবেক ছাত্রলীগ নেতা হুমায়ুন গ্রুপের সদস্য হল আতাউর রহমান ফরহাদ (তিতুমীর কলেজের ভিপি ছাত্রলীগ নেতা আঁখি হত্যা মামলার আসামি)। আগামী ২৮ মে ঢাকা মহানগর (উত্তর) ছাত্রলীগের যে কমিটি গঠনের কথা সেখানে মাজহার গ্রুপের সিদ্ধার্থ ও হুমায়ুন গ্রুপের আতাউর সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনের জন্য লবিং করছিল। এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই সিদ্ধার্থ খুন হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। সিদ্ধার্থ খুনের ব্যাপারে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে। গ্রেফতারকৃত জাহাঙ্গীর ও কাজী আফজালকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

অপরদিকে ধানমন্ডিতে ছাত্রদল নেতা পিন্টু হত্যাকাণ্ডে পুলিশ নতুন কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। নয়ন, সেলিম, আবু তালেব, জাহাঙ্গীর ও মন্টুকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

জোড়াখুন : রাজধানীর সূত্রাপুরে জোড়াখুন মামলায় কোন আসামি গতকাল পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি। গত শুক্রবার রাতে সূত্রাপুর নারিন্দা এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন পেট্রোল পাম্প মালিক সায়েদ নেওয়াজ বাবলা (৪২) ও হাইকোর্টের সাবেক কর্মচারী আনোয়ার হোসেন (৫০)। পুলিশ নিহত বাবলার আত্মীয়স্বজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পুলিশ নিশ্চিত হয়েছে গুলশানের বাড়ির মালিকানা নিয়ে প্রতিপক্ষের ভাড়াটিয়া খুনিদের হাতে দু'জন নিহত হন। মামলার অন্যতম আসামি আতিকুর রহমানকে গ্রেফতারের জন্য পুলিশ গতকালও নগরীর বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি চালালেও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

মতিঝিল ১৩, টয়েনবি সার্কুলার রোডে করি[illegible] এন্ড সন্স পেট্রোল পাম্পের মালিক বাবলা গত শুক্রবার রাতে আনোয়ার হোসেন, মা[illegible] রেজাউল করিম বাচ্চু ও পেট্রোল পাম্পে[illegible] ম্যানেজার গোবিন্দ চৌধুরীকে নিয়ে তি[illegible] পুরনো ঢাকায় অ্যাডভোকেটের বাসা[illegible] গিয়েছিলেন। ফেরার পথে নারিন্দা গৌড়ি[illegible] মঠ এলাকায় সন্ত্রাসীরা তাদের গুলি করে[illegible] হাসপাতালে নেয়ার পর বাবলা ও আনোয়ার হোসেন মারা যান।